যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR

Date: 11.05.2016 Page: 04

বাংলামতির খবর কী?

মো. আশরাফ হোসেন

গত বছর সরকারের কার্যকর সমর্থন, অনুকূল আবহাওয়া, কোটি কৃষকের কঠোর শ্রমে বাংলাদেশের ষোল কোটি মানুষের জন্য পর্যাপ্ত চাল উৎপন্ন হয়েছিল। এখন আমাদের উন্নতমানের চাল উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। যতদূর মনে পড়ে, ২০০৮ সালে একটি উৎসাহজনক সংবাদ চোখে পড়েছিল— বিআরআরআই একটা ধানের জাত আবিষ্কার করেছে, যার নাম দেয়া হয়েছে বাংলামতি। এটা ভারত ও পাকিস্তানের বাসমতি চালের অনুরূপ। কিন্তু এর উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে এ জাতের ধান চাষ করা হয়েছে এবং ফলাফল খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। সংবাদে এটাও উল্লেখ করা হয়েছিল, বাংলামতি ধান আমন এবং আউশ উভয় ঋতুতেই চাষ করা যায়। আরও আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছিল, দশ বছরের মধ্যে দেশের অর্ধেক ধানী জমিতে বাংলামতি ধানের চাষ হবে। এরপর আট বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, ঢাকার পাইকারি বাজার অর্থাৎ বাবুবাজার ও বাদামতলীতে বাংলামতি চালের দেখা মিলে না। দেশের বিত্তবানরা বিভিন্ন সামাজিক উৎসবে আমদানিকৃত বাসমতি চাল ব্যবহার করছে। আমদানিকৃত বাসমতি চালের মূল্য বেশি বলে সাধারণ মানুষ সে চালের স্বাদ গ্রহণ করতে পারছে না। বাংলামতি চালের উৎপাদন বাসমতি অপেক্ষা দ্বিগুণ হওয়ার কারণে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকবে। এতে সবাই বাংলামতি চালের স্বাদ গ্রহণে সক্ষম হবে। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাংলামতি চাল প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্যও রফতানি করা যাবে। এতে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা আয়েরও একটি উপায় হবে। আমি সরকারের কাছে আবেদন করছি— প্রতিটি উপজেলায় কৃষকদের বাংলামতি ধান চাষে উদ্বুদ্ধ করতে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হোক। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলামতি ধান উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত বীজ ও উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ করতে হবে।

সেন্ট্রাল বাসাবো, ঢাকা